Political Science (Honours). Second Semester.

CC-3: Political Theory-Concepts and Debates.

Topic no. 2. Significance of Equality

(Formal Equality: Equality of opportunity and Political equality)

By- Shyamashree Roy, Assistant Professor, Dept. of Political Science

Equality "সমতা" (ল্যাটিন। একুইটিস, একুয়ালিটিস, ফরাসি। অ্যাগালিটি,), "সমান" এবং "সমান" শব্দগুলি গুণগত সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। 'সমতা' (বা 'সমান') বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি, প্রক্রিয়া বা পরিস্থিতিতে একটি গ্রুপের মধ্যে চিঠিপত্র নির্দেশ করে যা কমপক্ষে একটি শ্রদ্ধায় একই গুণাবলী রাখে, তবে সমস্ত বিষয় নয়, যেমন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত, অন্যের পার্থক্যের সাথে বৈশিষ্ট্যগুলিও উপস্থিত রয়েছে। সাম্যকে 'সাদৃশ্য' থেকে আলাদা করা দরকার – নিছক আনুমানিক চিঠিপত্রের ধারণা। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ বলতে গেলে, পুরুষরা সমান বলে বোঝায় না যে তারা অভিন্ন। সাম্যতা 'সমতা' না দিয়ে মিলকে বোঝায়। রাজনৈতিক বিজ্ঞানীর সংখ্যা এই ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং অধ্যাপক লস্কি তাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা তার সংজ্ঞাটি এর বিশেষ পদ্ধতির কারণে উল্লেখ করব। লাস্কির মতে সমতা অর্থ "ধারণাগুলির একাত্মতা"। বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মিশ্রিত চিকিত্সার মধ্যে একাত্মতা বজায় রাখা উচিত। সুযোগ সুবিধাগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করার সময় ন্যায়বিচার এবং যুক্তি বজায় রাখতে হবে যাতে কোনও ব্যক্তি যাতে ভাবতে না পারে যে সে উপেক্ষিত বা তার যথাযথ অংশ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সুযোগ সুবিধাগুলি বিতরণে ব্যক্তিত্বের বিকাশে মনোযোগ দেওয়া হবে।

সমতা বিশ্লেষণ: আমরা এখন সাম্যের বিভিন্ন দিকের বিশদ বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকছি:

1. সকলেই স্বীকার করেন যে সাম্যতা একটি খুব জটিল ধারণা; সাম্য সম্পর্কে কোনও একক অর্থ এবং একক ধারণা নেই। আমরা এখানে কিছু সুপরিচিত অর্থ বা ধারণাগুলি নোট করি যেমন রাজনৈতিক সাম্যতা, অর্থনৈতিক সাম্যতা, সামাজিক সাম্যতা, জাতিগত সাম্যতা এবং লিঙ্গের ক্ষেত্রে সাম্যতা বা সমতা equality এই সমস্ত ফর্মগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।
2. বেন এবং পিটারস (Benn and Peters) বলেছেন যে বর্ণনামূলক বর্ণনার চেয়ে ধারণাটি প্রায়শই প্রেসক্রিপটিভ হয়। মতবাদের প্রকাশকারীরা, সাম্যতার ধারণার মাধ্যমে কিছু নিয়ম বা আদর্শ লিখতে চান। উদাহরণস্বরূপ, তারা বলতে চান যে রাজনৈতিক বা জাতিগত বা অর্থনৈতিক সমতা থাকবে বা এটি প্রস্তাবিত যে নারী এবং পুরুষ উভয়ই সমান পদক্ষেপ নেবে। সাম্য আকারে কিছু লিখার সময় সাধারণত ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি, নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করা হয় যে সাম্যের নীতিটি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

3. সাম্য বিশ্লেষণে আমরা প্রায়শই সমতাবাদবাদকেই **(egalitarianism)** উল্লেখ করি এবং রাজনৈতিক তত্ত্বে সমতা এবং সমতাবাদ উভয়ই প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হয়। সাম্যবাদবাদ এই নীতিতে বিশ্বাসকে বোঝায় যে সমস্ত পুরুষ সমান কারণ তারা শ্বরের দ্বারা সমানভাবে নির্মিত এবং তাই তারা সমান অধিকার এবং সুযোগের প্রাপ্য। কোনও বৈষম্য অনুমোদিত নয়। বিশেষত খ্রিস্টান এই ধারণার প্রচারের পিছনে কাজ করেছিল। এটি সমতা প্রচারের আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি তত্ত্ব বা অনুশীলন হিসাবেও সংজ্ঞায়িত হয় বা সমতা প্রতিষ্ঠা যে কোনও সমাজের প্রধান লক্ষ্য, সমতাবাদবাদ, আমরা বলতে পারি, চূড়ান্ত বা কঠোর সাম্যের লক্ষ্য। এতে বলা হয়েছে যে সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে সাম্য বিদ্যমান থাকবে।
4. সাম্য অর্জনের দিকে অগ্রগতি সমস্ত রাজ্যে সমান হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা ও বিচার বিভাগকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের ক্ষেত্রে খুব সক্রিয় দেখা গেছে; এটি অর্থনৈতিক সাম্যতায় কম সক্রিয় ছিল। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, অন্যান্য উদার গণতন্ত্রেও রাজনৈতিক সাম্যকে বেশি চাপ দেওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক সাম্যকে কম দেওয়া হয়। যেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাম্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে সমতাবাদ একে একে লঙ্ঘন বলে যে সকল ধরণের সাম্যতা পর্যাপ্তভাবে চলা উচিত।

Formal Equality (আনুষ্ঠানিক সাম্য): আজকাল একটি শব্দ ঘন ঘন ব্যবহৃত হয় এবং এটি আনুষ্ঠানিক সমতা। রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা বিশেষত এই শব্দটি ব্যবহার করেন না তবে তাদের বিশ্লেষণ থেকে এটি প্রকাশিত যে আনুষ্ঠানিক সাম্যের ধারণা তাদের মনে বেশ তাজা। এটি বিশ্বাস করা হয় যে আনুষ্ঠানিক সাম্যতা আইনী সমতা। অভ্যন্তরীণ ধারণাটি হ'ল প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রের আইনী সদস্য যা একটি আইনী সংস্থা। আইনী সমিতির আইনী সদস্য হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির সাম্যের নির্দিষ্ট দাবি রয়েছে। আইনী বা আনুষ্ঠানিক সাম্যের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম রয়েছে। একটি হ'ল আইনের সামনে সমতা এবং আইনের সমান সুরক্ষা। আমরা ইতিমধ্যে এই দুটি উল্লেখ করেছি। এখানে লক্ষণীয় যে আইনী অ্যাসোসিয়েশনের (বার্কার একটি রাষ্ট্রকে আইনী সংস্থা বলে) আইনী সদস্য বৈধভাবে দাবি করতে পারেন যে সমস্ত নাগরিককে (তাকে সহ) অবশ্যই আইন দ্বারা সমান আচরণ করা উচিত এবং কোনও বৈষম্যের অনুমতি দেওয়া হবে না। ব্রিটিশ প্রশাসন ও রাজনীতি ব্যবস্থায় এটি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল এবং ডাইসি এ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল। এই নীতি লঙ্ঘন সমতা লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য করা হবে। অন্য ধরণের আনুষ্ঠানিক সাম্যতা আছে এবং এটি আইনের সমান সুরক্ষা। সমস্ত নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়া আইনটির প্রাথমিক কাজ এবং এটি করার সময় এটি পদ, পদ এবং সম্পদের মধ্যে কোনও পার্থক্য রাখে না। আইনী বা আনুষ্ঠানিক সাম্যতা, সত্য কথা বলতে, আইনের শাসনের একেবারে মূল অংশকে গঠন করে। এই অর্থে আনুষ্ঠানিক সাম্যতা সমতার সাথে যুক্ত হতে পারে। হেইউড দ্বারা এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে

আনুষ্ঠানিক সমতাটি মূলত নেতিবাচক কারণ সুযোগগুলি বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন নেয়। উদ্দেশ্য হ'ল সর্বদা কয়েকটি ব্যক্তিকে বিশেষ সুযোগ প্রদানের সুযোগ না দেওয়া। স্বাভাবিকভাবেই এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রকে বিতরণকারী যন্ত্রপাতিগুলির উপর এক রূপে বা অন্য কোনওভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে বা রাষ্ট্রকে অবশ্যই সেই পরিমাণ নীতি গ্রহণ করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি যে লস্কি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সমতা মানেই 'বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি'। রক্ষণশীল, উদারপন্থী এবং এমনকি সমাজতান্ত্রিকদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বা আইনী সমতা প্রায় সর্বজনীন অনুমোদন পেয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলিতে বা তথাকথিত অবহেলিত ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিতে দুর্ঘটনাজনিত জন্মের কারণে কিছু লোককে তাদের সম্পদ, আয় এবং বহুগুণে সুযোগ-সুবিধায় তাদের বৈধ অংশ থেকে বঞ্চিত করা একেবারেই অযৌক্তিক, অযৌক্তিক এবং এমনকি গোঁড়ামি। দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা শাসকরা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ যারা এই দেশের আদি বাসিন্দা ছিল তাদের জন্য পৃথকীকরণ বা বর্ণবাদ সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছিল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নিগ্রোদের পাবলিক স্কুলে সাদা শিক্ষার্থীদের সাথে বসতে বা বিখ্যাত রেস্তোঁরাগুলিতে খাবার খেতে দেওয়া হয়নি। কৃষ্ণাঙ্গদের এমনকি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া হয়নি যা সাদা মানুষদের উপভোগ করার অধিকার ছিল। এই জাতীয় বৈষম্য ছিল অযৌক্তিক এবং সমতা, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে।

সাম্য এবং ন্যায়বিচার: সাম্যতা হ'ল ন্যায়বিচারের মূলনীতি: র‍্যালস 'ন্যায়বিচারের তত্ত্বের (Rawls' Theory of Justice) বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ করেছি যে তিনি ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি হিসাবে অধিকার বন্টনে সমতা অর্জনকে বিবেচনা করেন। তিনি লিখেছেন "প্রত্যেকেরই সমান বুনিয়াদি স্বাধীনতার সর্বাধিক বিস্তৃত পরিকল্পনার সমান অধিকার অন্যের স্বাধীনতার একই স্কিমের সাথে সামঞ্জস্য করা উচিত"। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের সাথে সমান স্বাধীনতা দাবি করার অধিকার রয়েছে এবং যখন রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ এটি নিশ্চিত করতে পারে, তখন ধারণা করা হবে যে ন্যায়বিচার আর দূরে থাকবে না। রাষ্ট্রকে অবশ্যই দেখতে হবে যে অধিকার ও স্বাধীনতার বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্যের নীতিটি সবচেয়ে বেআইনীভাবে পালন করা হয়েছে। সাম্যতা লঙ্ঘিত হলে ন্যায়বিচার অর্জিত হবে না। ন্যায়বিচার সর্বদা সমতা সঙ্গে গ্লোভ মধ্যে হাত। রালস আরও বলেছে যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সমাজে সাম্রাজ্য শাসনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। রোলস লিখেছেন, "সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলি এমনভাবে সাজানো হবে যাতে সেগুলি উভয়ই যথাযথভাবে সবার সুবিধার জন্য প্রত্যাশিত হয়"। একটি রাজ্যে সমস্ত সুযোগ এবং অবস্থান সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। বৈষম্যের কোনও স্থান থাকবে না। রোলস আরও বলেছে যে অসমতাও কারওর কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে না। এইভাবে রালস (Rawls) পরামর্শ দিয়েছেন যে সাম্য ও অসমতা ন্যায়বিচারের ভিত্তি তৈরি করবে। সমস্ত মূল্যবোধ, অধিকার এবং স্বাধীনতার বন্টন উপরোক্ত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে হবে এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠান একই নীতিতে মডেল করা হবে।

Kinds of Equality : নিম্নলিখিত 5 ধরণের সাম্য আছে:

(1) সামাজিক সমতা/ Social Equality

(2) নাগরিক সাম্যতা/ Civil Equality

(3) রাজনৈতিক সমতা/ Political Equality

(4) অর্থনৈতিক সাম্য/ Economic Equality

(5) সুযোগ ও শিক্ষার সমতা/ Equality of Opportunity and Education.

(1) **সামাজিক সাম্য:** সামাজিক সাম্যতা মানেই যে সকল নাগরিক সমাজে সমান মর্যাদা ভোগ করার অধিকারী এবং কেউ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী নয়। বর্ণ ও বর্ণ, বর্ণ এবং বর্ণ, গোষ্ঠী এবং শ্রেণি, গোত্র এবং উপজাতিগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকতে হবে না প্রত্যেকেরই তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ থাকা উচিত। ভারতে সমস্ত নাগরিকরা সামাজিক সাম্য উপভোগ করেন। অস্পৃশ্যতা বিলোপ করা হয়েছে এবং এর অনুশীলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পূর্বে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিগত বৈষম্যের নীতি গৃহীত হয়েছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জনসন কংগ্রেস কর্তৃক এই বিলটি পাস করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতিগত বৈষম্যের নীতি এখনও দক্ষিণ আফ্রিকা অনুসরণ করে। সামাজিক বৈষম্য এখনও সেখানে বিরাজ করছে। 1948 সালের 10 ই ডিসেম্বর ইউ.এন.ও. মানবাধিকারের সনদ ঘোষণা করেছে যা সামাজিক সাম্যতার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুযায়ী অতীতে বেশ কয়েকটি দেশ এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করেছে।

(২) **নাগরিক সাম্য:** দ্বিতীয়ত, আমাদের নাগরিক স্বাধীনতার ধারণা রয়েছে। নাগরিক স্বাধীনতা সমস্ত নাগরিকের দ্বারা অনুরূপ নাগরিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার উপভোগের অন্তর্ভুক্ত। নাগরিক আইন সকল ব্যক্তির সাথে সমান আচরণ করা উচিত। উন্নত ও নিকৃষ্ট, ধনী-দরিদ্র, বর্ণ ও বর্ণ, বর্ণ এবং বর্ণ, বাতা এবং উপজাতি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে কোনও বৈষম্য হওয়া উচিত নয়। আইনের শাসন ইংল্যান্ডে বলবত হয় এবং আইনের শাসনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। আইনের শাসন দ্বারা সকলকে সমান আচরণ দেওয়া হয়। একই অবস্থা ভারতের ক্ষেত্রেও।

(৩) **রাজনৈতিক সমতা:** রাজনৈতিক সমতা দ্বারা আমরা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগে প্রত্যেকের সমান অ্যাক্সেস বলতে চাইছি। সকল নাগরিককে অবশ্যই সমান রাজনৈতিক অধিকারের অধিকারী হতে হবে, সরকারের কাজকর্মে তাদের একই রকম স্বর থাকতে হবে এবং দেশের রাজনৈতিক জীবন ও বিষয়গুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য তাদের সমান সুযোগ থাকা উচিত। রাজনৈতিক সাম্যতা সমস্ত নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা দেয়। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এই

লক্ষ্যের একটি মাধ্যম। ভারতে সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার চালু করা হয়েছে। একই বিধান ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং অন্যান্য অনেক দেশে হয়েছে। এর আগে, সুইজারল্যান্ড নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করে নি তবে ১৯ 1971 সালের ফেব্রুয়ারিতে মহিলাদের ভোটাধিকার দিয়েছিল। এশিয়া এবং আফ্রিকাতে এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে রাজনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

(4) **অর্থনৈতিক সাম্য:** অর্থনৈতিক সাম্যতা রাজনৈতিক সাম্যের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। অধ্যাপক লস্কি অর্থনৈতিক সাম্যতার দুর্দান্ত তাত্পর্যকে অন্তর্ভূক্ত করেন। "সুতরাং রাজনৈতিক সাম্যতা কখনই আসল নয়, যদি না এটি ভার্চুয়াল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে থাকে; রাজনৈতিক শক্তি অন্যথায় অর্থনৈতিক শক্তির হস্ত দাসী হতে বাধ্য " লর্ড ব্রাইসের মতে, অর্থনৈতিক সাম্যতা হ'ল সম্পদের সমস্ত পার্থক্য দূর করার প্রচেষ্টা 'প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলাকে পার্থিব সামগ্রীতে সমান অংশ বরাদ্দ দেওয়া"। তবে আদর্শিক অর্থনৈতিক সাম্যের এই ধারণাটি ব্যবহারিক রাজনীতিতে কখনই বাস্তবায়িত হতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্যতা বলতে আমরা সবার জন্য সমান সুযোগের বিধানকে বোঝাই যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি করতে সক্ষম হয়। এটি কেবল সমাজতন্ত্রে করা যেতে পারে, পুঁজিবাদে নয়। সুতরাং, পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপন করা উচিত।

(৫) **সুযোগ ও শিক্ষার সমতা:** সুযোগ ও শিক্ষার সাম্যের দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি যে সমস্ত নাগরিককে রাষ্ট্রের সমান ও অনুরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত। সমস্ত ব্যক্তির একইভাবে পড়াশুনা করার সম্ভাবনা থাকা উচিত। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তাদের একই রকম সুযোগ থাকা উচিত। বর্ণবাদী বা যে কোনও ধরণের বৈষম্য পালন করা উচিত নয়। বর্ণ ও বর্ণ, বর্ণ এবং বর্ণ, ধনী-দরিদ্রের কোনও পার্থক্য থাকা উচিত নয়। ভারতে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় এবং সবারই শিক্ষার সমান অধিকার রয়েছে। ভারতের মতো, নাগরিকদেরও ভারতের সংবিধানের আওতায় সমতার অধিকারের (নিবন্ধ ১৪ - ১৮) গ্যারান্টিযুক্ত।

কল্যাণ বা সুবিধার জন্য সুযোগের সমতা-Equality of Opportunity for Welfare or advantage-

সুযোগের সমতার ভিত্তিতে ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পুনরুত্থান উভয়ের সংশোধন হিসাবে পড়া যেতে পারে। সার্বিকতাবাদের বিরুদ্ধে রয়েছে এবং এর ক্ষতিগুলি এড়াতে ডিজাইন করা হয়েছে, তারা পছন্দ এবং দায়বদ্ধতার শক্তিশালী ধারণাগুলিকে সমতাবাদের বিভিন্ন, উন্নত রুপের সাথে সংযুক্ত করে। এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ফলাফলকে সমান করতে হয়, কারণ এগুলি কোনও ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে (যেমন, পরিস্থিতি বা স্বীকৃতি ছাড়িয়ে) কারণগুলির পরিণতি, তবে

স্বায়ত্তশাসিত পছন্দ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে তারা এ পর্যন্ত পৃথক ফলাফলের অনুমতি দেয়। তবে পদ্ধতির পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজনীয় যোগসূত্রের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে পৃথক পছন্দগুলি গণনা করতে হবে এমন অন্তর্দৃষ্টি বজায় রাখার লক্ষ্যেও: অন্যথায়, ব্যক্তির মানটিকে উপেক্ষা করা হয়।

আর্নেসনের (1989, 1990) কল্যাণের জন্য সমান সুযোগের ধারণায়(*equal opportunity for welfare)*, পৃথক সুস্থতার পরিমাপ নির্ধারণের পছন্দগুলি অনুমানমূলকভাবে ধারণা করা উচিত – অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তি আদর্শ প্রতিবিম্বের প্রক্রিয়া শেষে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ব্যক্তিগত দায়িত্বের নৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য, যা সমান করা উচিত সেগুলি নিজেরাই আলোকিত পছন্দ নয়, বরং এটি অর্জন করার জন্য যে পরিমাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তা অর্জন করার জন্য বরং একটি ভাল অর্জন বা অর্জনের বাস্তব সুযোগগুলি।

G.A. cohen কোহেনের (1989) সুবিধার অ্যাক্সেসের সাম্যতার(equality of access to advantage) বিস্তৃত ধারণাটি সুবিধার ওভাররাইডিং ধারণার মাধ্যমে কল্যাণ সাম্য এবং সংস্থান সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে সংযুক্ত করার এবং সংহত করার চেষ্টা করেছে। কোহেনের জন্য সমতাভিত্তিক ক্ষতিপূরণের জন্য দুটি ভিত্তি রয়েছে। ইগালিটিরিয়ানরা একজন পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিকে ব্যক্তির কল্যাণ স্তর থেকে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষতিপূরণ হুইলচেয়ার সহ সজ্জিত করতে প্রেরণ করা হবে। অক্ষমতার প্রতি এই সমতাবাদী প্রতিক্রিয়া কল্যাণের সাম্যকে ওভাররাইড করে।

ইগালিটিরিয়ানরাও ব্যথার মতো ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের পক্ষে, যেমন কোনও ক্ষতির ক্ষতির চেয়ে পৃথক – উদাহরণস্বরূপ ব্যয়বহুল medicine প্রদান করে। তবে, কোহেন দাবি করেছেন, এই ধরনের ক্ষতিপূরণের কোনও ন্যায়সঙ্গততার জন্য কল্যাণের সুযোগের সমতার ধারণাটি প্রবর্তন করতে হবে। তিনি এইভাবে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রতিয়োগযোগ্য হিসাবে উভয় দিক, সংস্থান এবং কল্যাণকে দেখেন।

সুযোগের সমতার বিষয়ে তর্ক করা আসলে আমাদের পক্ষে যে ধরণের সমাজের জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত তা কীভাবে সবচেয়ে ভাল বোঝা উচিত সে সম্পর্কে একটি যুক্তি, যেখানে অবাধ এবং সমান ব্যক্তিরা একসাথে বাস করেন। যদিও অন্যান্য আদর্শের জন্যও চেষ্টা করা মূল্যবান হতে পারে তবে সুযোগের সমতা সমকালীন সমাজ, তাদের রাজনীতিবিদ এবং আমাদের নিজস্ব আচরণের সমালোচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা এবং একটি অবস্থান দেয়। এটি আমাদের অগ্রগতি বা ব্যাকস্লাইডিং হিসাবে কিছু পরিবর্তন বিচার করতে সক্ষম করে। বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সেই পরিবর্তনগুলি ঘটাতে সক্ষম এবং এ লক্ষ্যে সেগুলি ব্যবহারে ব্যর্থতা আরও একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে বলে বিচার করা যেতে পারে।

সাম্যতার মার্কসবাদী তত্ব:

মার্কসের রাজনৈতিক দর্শনের অংশ:

অন্যান্য রাজনৈতিক ধারণার মতোই সাম্যতাও তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক রাজনীতির দর্শনের একটি অংশ যা মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃত প্রকৃতি, এর বিলোপকরণ এবং শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সাথে যুক্ত। সমাজের বিভিন্ন দিকের অধ্যয়ন থেকে মার্কস সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বহু বৈষম্য ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি; এবং এগুলি বুর্জোয়া কাঠামোর কারণে হয়েছিল। যে কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে অসমতা ছিল, ধনী-দরিদ্র, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য ছিল।

এমনকি বৈষম্যকেও পুঁজিপতিরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাত্ত্বিকভাবে বুর্জোয়া আলেম এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা সমতার জন্য প্রচার করেন এবং প্রথাগত বা আইনী সমতার পক্ষে দৃ ়ভাবে তর্ক করেন। এমনকি বুর্জোয়া সংবিধানগুলি (বুর্জোয়া পণ্ডিতদের দ্বারা নির্দিষ্ট শ্রেণীর চাহিদা পূরণের জন্য সংবিধানগুলি) সংবিধানের অংশ হিসাবে অধিকার, স্বাধীনতা এবং সাম্যাদির অন্তর্ভুক্তিগুলি তীব্রভাবে ঘোষণা করে এবং তাদের সুরক্ষার বিধানও দেয়।

তবে প্রকৃত পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ অধিকার, স্বাধীনতা এবং সমতা অপূর্ণ থেকে যায়। মার্কসবাদীরা দাবি করেছেন যে বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে এই সমস্ত অভিযোগ কোনও মনস্থির বা আবেগের ভিত্তিতে নয়। তাদের দাবি যে মার্কস এবং এঙ্গেলস খুব কাছ থেকে দূরত্বে পুঁজিবাদী সমাজ নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ” উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিপক্ক হয়েছিল। পুঁজিপতিদের অর্থ শক্তি প্রয়োগের কারণে রাজনীতিক দেহের দুর্বল অংশগুলি ধীরে ধীরে বাজার থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে। সুতরাং পুঁজিবাদের বিলুপ্তি এবং সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সর্বজনীন রাজনৈতিক মূল্যবোধ যেমন সাম্যতা, অধিকার এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম শর্ত ছিল ন্যায়বিচারও।